শাহ্ জাহান চঞ্চল

প্রবাসে বাঙলা সাহিত্যচর্চা
প্রসঙ্গ ঃ রিয়াদ সাহিত্যভুবন

ধারণা করা হয় বাঙলায় "সহিত" নামক শব্দটি থেকে সাহিত্য শব্দটির উৎপত্তি। এই সহিত শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ বহুবিধ–সংযুক্ত, সমন্বিত, সম্যক হিতকর। সম্ভবত সম্যক হিতকর অর্থটাই সাহিত্যের অতি কাছাকাছি, আপনজন।

সাহিত্য শব্দটিকে মূল প্রতিপাদ্য করে রয়েছে আরো কিছু শব্দ। সাহিত্যিক, সাহিত্যকলা, সাহিত্যশিল্প, সাহিত্যচর্চা, সাহিত্যাকাশ, সাহিত্যজগৎ, সাহিত্যবৃত্তি, সাহিত্যরথী, সাহিত্য সাধক, সাহিত্য সেবক ইত্যাদি। সাহিত্যের অনুষঙ্গ এই শব্দগুলোকে বুঝার জন্য সাহিত্য কি– সেই সম্বন্ধে দু'টি লাইন লেখা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বাংলা একাডেমীর 'সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানে' সাহিত্যকে বলা হয়েছে রসোত্তীর্ণ রচনা। অর্থাৎ যে রচনায় মনোগ্রাহীভাবে জীবনের ছবি আঁকা হয়। কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস সবকিছুই এই সাহিত্যের আওতায়।

বাঙালিরা সাহিত্যমনা, সাহিত্যপ্রেমী। বাংলার প্রকৃতির মধুময় রূপ, কাদা, মাটি, জল, কেলিকদম্ব, মাঠে সোনাধান, কালিজিরা পাতার আবেশী কাঁপন, আর ষড় ঋতুর মধুছবি বাঙালিকে করে তোলে ভাবুক। ভাঙা–গড়া জোয়ার–ভাটা আর শোষণ বঞ্চনায় বাঙালি গায় দ্রোহের গান।

সাহিত্যের রস আস্বাদনে বাঙালির জুড়ি মেলা ভার। বাঙলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার ইতিহাস অতি প্রাচীন। সেই চর্যাপদ থেকে। অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে বাঙলা সহিত্য আজকে তার পাকাপোক্ত অবস্থান করে নিয়েছে বিশ্ব পরিমন্ডলে।

"প্রাচীন ও মধ্যযুগে সামন্ত সমাজ– ব্যবস্থার কালে দৈবশক্তি– নির্ভর বাঙলা কাব্যচর্চা তথা সাহিত্যচর্চা সূচিত হয়ে আধুনিক যুগে বুর্জোয়া অর্থনীতির কালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল মানব–নির্ভর আন্দেলনে পরিণত হয়েছে। সে–কালের অলৌকিক শক্তির কাছে পদানত মানুষ আত্মশক্তিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এ–কালে। সাত শতক থেকে বিশ শতকের মধ্যে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনে আচরণের ও আকাঙ্ক্ষার এই পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই ছায়া ফেলেছে বাঙালি লেখক–কবির মননে ও তার সৃষ্টিতে। বাঙলা সাহিত্যের মূল উপজীব্য ধর্ম, প্রকৃতি ও প্রেম সম্পর্কে কালে কালে লেখককুলের চিন্তা চেতনার স্বরূপ ও তার মধ্যকার প্রার্থক্যে এই ছায়াপাত সুস্পষ্ট। শোষিত গণমানবের আক্ষেপ বাঙলা কাব্যসাহিত্যে দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু শোষকের বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহ ঘোষণা ও বিপবের আহবান এক নতুন উপাদান। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস তাই বৈচিত্র্যপূর্ণ।"

সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্য ইতিহাসের ধারক–বাহক বাঙালি আমরা জীবিকার প্রয়োজনে এখন ছড়িয়ে আছি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু হৃদয়ে আমাদের স্বদেশ মূর্তমান, প্রবাহমান বাঙলা সাহিত্যের মোহময় ধারা। প্রবাসে বসেও আমরা সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য অনুশীলনে ব্যাপৃত। প্রবাসে প্রতিকূল পরিবেশেও রয়েছে আমাদের নিজস্ব সাহিত্যজগৎ। বাংলাদেশের হাজার বছরের সমৃদ্ধ সাহিত্যের চর্চা হয় সে জগতে। অসংখ্য সাহিত্যসেবী প্রবাসের আনাচে কানাচে বসে করে যাচ্ছে বাঙলা সাহিত্যের সেবা। তাঁরা প্রকাশ করছেন সংকলন, সাময়িকী, বইপত্র, পত্র–পত্রিকা।

প্রবাসের মধ্যে যুক্তরাজ্যে অনেক আগে থেকেই বাঙালিদের শিকড় প্রোথিত বিধায় বাঙলা সাহিত্যের চর্চাও অনেক আগেই শুরু হয়েছে সেখানে। বাঙলা প্রকাশনায় যুক্তরাজ্যের বাঙালিরা বরাবরই আছে অগ্রগামী। ইদানিং আমেরিকা, কানাডায় অভিবাসী বাঙালিদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অনেক সহিত্যপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। শুরু হয়েছে সেখানে বাঙলা ভাষার সাহিত্যচর্চা। প্রকাশিত হচ্ছে বাঙলা ভাষায় বিভিন্ন পত্র–পত্রিকা। এসব প্রকাশনা ক্রমান্বয়ে পাচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।

এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যেখানে বাঙালিরা কিছুটা ডালপালা বিস্তার করতে পেরেছে সেখানেই চেষ্টা হচ্ছে বাঙলা ভাষায় সংকলন সাময়িকী প্রকাশের। জার্মান, ইটালি, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এসব দেশে প্রবাসী বাঙালিরা বুকের মধ্যে লালন করে চলছে আপন ভাষা, আপন সাহিত্য। এসব বাঙালিদের মধ্যে সাহিত্যসেবীরা প্রকাশ করছেন বাঙলা সাময়িকী, সংকলন।

জাপান, মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুরে অবস্থানরত আমাদের বাঙলা মায়ের সন্তানেরা সচেষ্ট সংকলন, সাময়িকী প্রকাশের। এর মধ্যে জাপান থেকে নিয়মিতই বের হচ্ছে বাঙলা প্রকাশনা। গ্রীস, সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত বাঙালিরাও সাহিত্য চর্চা করছে, সাময়িকী, সংকলন বের করার উদ্যোগ নিচ্ছে। যেসব দেশে বাঙালিরা এখনও সংখ্যায় নগণ্য কিংবা সংগঠিত শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি সেখানে ব্যক্তিপর্যায়েও কেউ কেউ সাহিত্যচর্চা করছেন। উপর্যুক্ত দেশসমূহে বসবাসকারী বাঙালিদের সাহিত্যচর্চা, সাময়িকী, সংকলন প্রকাশের তথ্যাবলী নিয়ে আগামীতে বিশদ লেখার আকাঙ্ক্ষা রইলো।

প্রবাসে বসে বাঙালিদের এই সাহিত্য প্রীতির নজির অনন্য। বাঙালিরা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে সাহিত্যের প্রতি

এতো দরদ আছে কিনা আমার জানা নেই।

মধ্যপ্রাচ্যে যেখানে খেটে খাওয়া বাঙালিদের সংখ্যাই বেশি, সেখানেও হচ্ছে বাঙলা সাহিত্যচর্চা এবং তা মানসম্পন্নও বটে। মধ্যপ্রাচ্যের কুয়েত, কাতার, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবে চর্চা হচ্ছে বাঙলা ভাষার, বাঙলা সাহিত্যের। এর মধ্যে একধাপ এগিয়ে আছে কুয়েত ও সৌদি আরবে অবস্থানরত বাঙালি সাহিত্যসেবীরা।

কুয়েতে সাহিত্যসেবী বাঙালিরা সংগঠিত হয়েছে "প্রবাসী সাহিত্য পরিষদ কুয়েত" নামক একটি সাহিত্য সংগঠনের ছায়াতলে। তাঁরা নিয়মিত প্রকাশ করছে 'জাগরণ' নামে একটি পত্রিকা। তবে প্রাপ্ত তথ্য বিশেষণে বুঝা যায় মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি আরব–ই বাঙলা সহিত্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র। সৌদি আরবের জেদ্দা, দাম্মাম এবং রিয়াদে অবস্থান করছে নিবেদিতপ্রাণ কিছু সাহিত্যসেবী। যাদের হাত দিয়ে হচ্ছে অনুপম কিছু সৃষ্টি। যা প্রবাসে বাঙলা সাহিত্যের হীরকসম্ভার হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। এখানে অবস্থিত সাহিত্যসেবীদের মধ্যে কতিপয়ের ঢাকার সাহিত্য পরিমন্ডলেও রয়েছে বিচরণ। তারা ঢাকার বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় লেখালেখির বদৌলতে করে নিয়েছেন আপন আসন। উপর্যুক্ত তিনটি শহরের মধ্যে জেদ্দা এবং রিয়াদের বাঙালি সাহিত্যসেবীরা সাহিত্যচর্চায় মগ্ন একটু বেশী মাত্রায়। এর মধ্যে রিয়াদ তুলনামূলক ভাবে বেশী অগ্রগামী। এসব শহর ছাড়াও আশির দশকে হাফর আল–বাতেন থেকে প্রকাশিত হয় 'বাংলাদেশ' নামে একটি সাহিত্য সাময়িকী। একটি ছোট শহর থেকে সেই আশির দশকে বাঙলা সংকলন প্রকাশ– এই দুরূহ পদক্ষেপ প্রশংসনীয়।

জেদ্দার সাহত্যচর্চার ফসল হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে, বহুমাত্রিক, সুমনা, সম্প্রীতি, অণির্বাণ, তরুণ কণ্ঠ, কবি, রণাঙ্গন, রোদ্দুর ইত্যাদি নামের সাময়িকী। হচ্ছে নিয়মিত সাহিত্যানুষ্ঠান, সাহিত্যসভা। অতি সম্প্রতি জেদ্দা থেকে প্রকাশিত হয়েছে শীতলপাটি, ত্রিকাল, উত্তরণ এবং সমীকরণ নামক সংকলন। যা জেদ্দার বাঙলা সাহিত্যাঙ্গনে আনন্দ–খবর।

সত্তর দশকের শেষার্ধে যখন রিয়াদে বাংলাদেশীদের সমাগম শুরু হয় ঠিক তার পরপরই এখানে শুরু হয় সাহিত্য–সংস্কৃতি চর্চা। জাতীয় দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এসময় সাহিত্য সংকলন, সাময়িকী প্রকাশের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়।

আশির দশকে নিবেদিতপ্রাণ কিছু সাহিত্যসেবীর সরব উপস্থিতিতে বাঙলা সাহিত্য সাময়িকী, সংকলন প্রকাশের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই দশকের প্রথম দিকে "ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালম্নি এসোসিয়েশন"নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন তাঁদের বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কশপে গঠিত প্রবন্ধেসমূহের সমন্বয়ে "বাংলাদেশ

রিয়াদে বাঙলা সাহিত্যচর্চার উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের পাশাপাশি আমাদের ছিল আরেকটি পরম প্রাপ্তি। সৌদি আরবের জাতীয় দৈনিক রিয়াদ ডেইলীতে চার পৃষ্ঠা (টেবলয়েড সাইজ) সপ্তাহের একটি দিন বৃহস্পতিবার বরাদ্দ করা হয়েছিল বাঙলা প্রকাশনার জন্য। 'বাংলা বিনোদন' নাম করা হয়েছিল এ প্রকাশনাটির। বিদেশের একটি জাতীয় দৈনিকে বাঙলা ভাষার এ প্রকাশনা–উত্তরণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে প্রথম ঘটনা– এক যুগান্তকারী অধ্যায়। বিশ্বজুড়ে এই জাতীয় সম্মান বাঙলা ভাষার জন্য, বাঙলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য। এমন একটি মহৎ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার জন্য রিয়াদ ডেইলীতে কর্মরত আমাদের সুহৃদ অহিদুল ইসলামের নিরলস কর্মপঞ্জিকে স্বাগত জানাতে হয়। স্বাগত জানাতে হয় রিয়াদসহ সৌদি আরবের বাঙালি লেখক–কবি ও মহৎপ্রাণ বাংলাদেশীদের যারা বিনোদনের প্রকাশনায় নানাভাবে করেছিলেন আন্তরিক সহযোগিতা। বিনোদনের বর্ষপূর্তি সংখ্যায় এইসব মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করার সুযোগ আমার হয়েছিল। আগামীতে হীরক উজ্জ্বল আলোয় তাদের কথা বলার ইচ্ছা রইল। মুল ইংরেজী পত্রিকাটির ধারাবাহিক আর্থিক লোকসানের কারণে প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে, সাথে বাংলা বিনোদনের ও প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। বাংলা বিনোদনের অনিন্দ্য সুন্দর সেই প্রচেষ্টাকে কিছুটা হলেও ধরে রাখার প্রয়াসে, সৌদী প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ শরীফ হোসাইনের মালিকানাধীন ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজকের সত্যের আলো পত্রিকাটি তাদের নিয়মিত সংখ্যার সাথে সৌদি প্রবাসীদের জন্য সপ্তাহে একদিন প্রকাশ করছে প্রবাস পাতা। যা সৌদী প্রবাসীদের লেখায় রেখায় থাকে বর্ণিল।

মুল সমস্যাবলী ও তার সমাধান" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। এ প্রকাশনা এখানে এবং স্বদেশে জাতীয় পর্যায়ে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে।

আশির দশকে রিয়াদে যে সব বাঙলা সংকলন সাময়িকী বা সহিত্যপত্রের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি হচ্ছেঃ চেতনা, উন্মেষ, বিকাশ, স্ফুলিঙ্গা, ঐক্য, বিবর্তন, মরুপলাশ প্রভৃতি। অবশ্য এর মধ্যে বেশ কয়েকটি সাময়িকী দু'তিনটি সংখ্যা প্রকাশের পরই প্রকাশনার জগত থেকে সরে গেছে দুরে। এর দু'একটি বিভিন্ন সময়ে দীর্ঘ বিরতি দিয়ে এখনো স্বনামে সাহিত্যচর্চার চারণভুমি হিসেবে কাজ করছে। রিয়াদ সাহিত্যাঙ্গানের ইতিহাস খুঁজতে গেলে উপর্যুক্ত সাহিত্য সাময়িকী এবং সংকলনের নাম অনায়েসেই আসবে। এই সাময়িকীর পেছনের মানুষগুলির অবদান অনস্বীকার্য। অন্য কোন প্রবন্ধে এ বিষয়ে গবেষণা এবং নিরপেক্ষধর্মী প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা রইলো।

নব্বুই দশকে রিয়াদের বাঙলা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে আসে নতুন প্রাণ। এ সময়ে গড়ে ওঠে অনক সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। তাঁদের হাত দিয়ে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন সাময়িকী, সংকলন, সাহিত্যপত্র। কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহারে এসব সাহিত্যপত্রের রূপলাবণ্যে আসে বিরাট পরিবর্তন। এ সময়ে বিভিন্ন সাময়িকীতে মেধা আর রুচির নান্দনিক প্রয়োগ লক্ষনীয়।

এ সময়ে প্রভা, রাইটার্স, প্রতিবিম্ব, পদ্মফুল, আওয়াজ, ডাক দিয়ে যাই, অন্যধারা, মোহনা, প্রবাস কণ্ঠ, কপোত প্রভৃতির নাম করা যায়। এর মধ্যে রাইটার্স সহ দু'তিনটে বেশ বড় কলেবরের যেগুলো নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিবিম্ব, আওয়াজ, ডাক দিয়ে যাই অনিয়মিত। এসময় আশির দশকে প্রকাশিত বিকাশের দুয়েকটি সংখ্যা এবং সীমিত কলেবরে মরুপলাশ– এর নতুন উদ্যমে ধারাবাহিক প্রকাশনা লক্ষণীয়।

বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সাহিত্যপত্র ছাড়াও নব্বই দশকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আদর্শিক সংগঠনের সাময়িকী এবং সংকলন প্রকাশ হতে দেখা যায়।

এর মধ্যে অনিবার্ণ, শতাব্দীর মহানায়ক, ঢাকা আমার ঢাকা, সুরমা, নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সংকলন, অবকাশ, প্রভাত, লেখনী, ধানশীষ, উদয়ের পথে, সূর্যোদয়, ইত্যাদির নাম উলেখযোগ্য। প্রতিভা (শিশু–কিশোর সাময়িকী), রূপসী চাঁদপুর, এ বিজয়ের নায়ক, বজ্রকণ্ঠ, বিজয়ের ডাক, বীরোত্তম, পথকলি, বন্ধন, জালালাবাদ স্মরণিকা, জলপ্রপাত, রক্তাক্ত সিঁড়ি এবং রক্তনদী বর্তমানে রিয়াদ সাহিত্যাঙ্গানের নতুন সংযোজন। এছাড়া নব্বই দশকের শেষার্ধে রিয়াদের কয়েকজন কবি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে, স্বাধীনতা ও বৈশাখ সংখ্যা নামে দু'টি সংকলন। সর্বশেষ সংযোযিত হয়েছে পিলসুজ এবং অনিবাস। দু'টি পত্রিকাই সাহিত্যসম্ভারে পরিপুর্ণ। এরমধ্যে অনিবাস এগিয়ে আছে একধাপ। নিঃসন্দেহে রিয়াদের বাংলা সাহিত্যাঙ্গানে এসব প্রকাশনার খবর আনন্দদায়ক।

এছাড়া বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিদ্যালয় (বাংলা শাখা) বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে প্রকাশ করছে স্কুল বার্ষিকী। সুন্দর সুন্দর নামের এই বার্ষিকীতে থাকছে বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রী , শিক্ষক–শিক্ষিকাদের মনোরম সব সাহিত্য সৃষ্টি। রিয়াদে এই স্কুল বার্ষিকী বাঙলা সাহিত্য বিকাশে অবশ্যই সহায়ক শক্তি। বিশেষ করে কোমল প্রাণ ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে লেখালেখির আগ্রহ সৃষ্টিতে এই বার্ষিকীর অবদান অতুলনীয়।

সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকে আজ অবধি পোঁছুতে পাড়ি দিতে হয়েছে অনেকটা পথ, অনেকটা সময়। স্থিতি এসেছে রিয়াদ বাঙলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে। সাহিত্যচর্চার পথকে প্রাথমিকভাবে যারা এখানে উন্মোচিত করেছেন তাঁরা অবশ্যই আমাদের কাছে স্মরণীয়, বরণীয় হওয়ার মত।

রিয়াদে বাঙলা সাহিত্যচর্চার উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের পাশাপাশি আমাদের ছিল আরেকটি পরম প্রাপ্তি। সৌদি আরবের জাতীয় দৈনিক রিয়াদ ডেইলীতে চার পৃষ্ঠা (টেবলয়েড সাইজ) সপ্তাহের একটি দিন বৃহস্পতিবার বরাদ্দ করা হয়েছিল বাঙলা প্রকাশনার জন্য। 'বাংলা বিনোদন' নাম করা হয়েছিল এ প্রকাশনাটির। বিদেশের একটি জাতীয় দৈনিকে বাঙলা ভাষার এ প্রকাশনা–উত্তরণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে প্রথম ঘটনা– এক যুগান্তকারী অধ্যায়। বিশ্বজুড়ে এই জাতীয় সম্মান বাঙলা ভাষার জন্য, বাঙলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য। এমন একটি মহৎ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার জন্য রিয়াদ ডেইলীতে কর্মরত আমাদের সুহৃদ অহিদুল ইসলামের নিরলস কর্মপঞ্জিকে স্বাগত জানাতে হয়। স্বাগত জানাতে হয় রিয়াদসহ সৌদি আরবের বাঙালি লেখক–কবি ও মহৎপ্রাণ বাংলাদেশীদের যারা বিনোদনের প্রকাশনায় নানাভাবে করেছিলেন আন্তরিক সহযোগিতা। বিনোদনের বর্ষপুর্তি সংখ্যায় এইসব মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করার সুযোগ আমার হয়েছিল। আগামীতে হীরক উজ্জ্বল আলোয় তাদের কথা বলার ইচ্ছা রইল। মুল ইংরেজী পত্রিকাটির ধারাবাহিক আর্থিক লোকসানের কারণে প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে, সাথে বাংলা বিনোদনের ও প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। বাংলা বিনোদনের অনিন্দ্য সুন্দর সেই প্রচেস্টাকে কিছুটা হলেও ধরে রাথার প্রয়াসে, সৌদী প্রবাসী বিশিস্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ শরীফ হোসাইনের মালিকানাধীন ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজকের সত্যের আলো পত্রিকাটি তাদের নিয়মিত সংখ্যার সাথে সৌদি প্রবাসীদের জন্য সপ্তাহে একদিন প্রকাশ করছে প্রবাস পাতা। যা সৌদী প্রবাসীদের লেখায় রেখায় থাকে বর্ণিল।

আমাদের অগ্রজ যারা এই রিয়াদে প্রথমদিকে সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেনএবং আমরা যারা এখনো তাঁদের আলোর মশাল হাতে নিয়ে (বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনে সন্নিবেশিত থেকে) পুর্ণতার অমৃত পানের আকাঙ্খায় পথ চলছি, বাংলা বিনোদন তাদের জন্য একটা ভরসাস্থল হয়ে উঠেছিল। যেসব লেখকরা বাংলা বিনোদনে লেখা শুরু করেছিলেন, তাদের প্রায় সকলেই আজকে দৈনিক সত্যের আলোর প্রবাস পাতা কে লেখা দিয়ে সমৃদ্ধ করছেন। এই সব লেখক এবং শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় দৈনিক আজকের সত্যের

আলোর প্রবাস পাতা বাংলা বিনোদনের শুরু করা ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারবে বলেই বিশ্বাস।

আগেই বলা হয়েছে একটি বিশাল পথপরিক্রমায় প্রবাসের সাহিত্যচর্চা একটি উজ্জ্বলতম স্থান রিয়াদের সাহিত্যাঙ্গনে স্থিতি এসেছে। এসেছে পরিপক্কতা। আজকে সাহিত্যচর্চার সুন্দরতম অবস্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের ভাবতে হবে সাহিত্যচর্চায় আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা। আমরা কি কেবল ব্যক্তিপরিচয় প্রাপ্তির জন্য সাহিত্য করছি? মোটেই তা নয়। আমদের সাহিত্য করার অন্তরালে কাজ করছে দেশপ্রেমের মহামন্ত্র। প্রবাসে মিশ্র সংস্কৃতির অবগাহনেও যাতে আমাদের হাজার বছরের লালিত সাহিত্য–সংস্কৃতি প্রতিটি বাঙালির মনে সতেজ থাকে সেই প্রক্রিয়াটি গতিময় রাখার জন্যই আমাদের সাহিত্যচর্চা। স্বদেশের প্রতি রয়েছে আমাদের দায়বদ্ধতা। এই প্রবাসে আমাদের সাহিত্যর মূল উপজীব্য হওয়া উচিত স্বদেশের সোঁদা–মাটির ঘ্রাণ। স্বদেশের মানুষের বহুধা বিভক্তির অশনি আয়োজনের এই মুহূর্তে আমাদের প্রবাসীদের, বিশেষ করে প্রবাসী লেখক সাহত্যিকদের রাখতে হবে সচেতন ভূমিকা। আমাদের সাহিত্য কর্ম হবে এমন, যা থেকে চেনা যাবে আপন দেশ। আপন বেশ। মটর লতার ডগায় শিশিরের রেশ বিমুগ্ধ চিত্তে। প্রবাসে বাঙালিদের রুচি গঠনে আমাদের সাহিত্যকর্ম হতে পারে সহায়ক, এদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা শিশু–কিশোর বয়সে এসেছে প্রবাসে কিংবা জন্মই এই প্রবাসে তাঁদের জন্য আমাদের সাহিত্যিকদের রয়েছে যথেষ্ট করণীয়। এদের জন্য আমাদের সাহিত্যচর্চার একটি অংশ নিবেদন করা উচিত। শিশুতোষ সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে এদের চোখের তারায় সাজিয়ে দিতে হবে স্বদেশের শালডিঙ্গা রূপ। কাশবন, হলুদ সর্ষে ক্ষেত। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ আর ঝাঁপা ধানের কোলাহলে ভরিয়ে দিতে হবে এদের অন্তরের প্রান্তর। ষড়ঋতুর নয়নাভিরাম রূপ হাজির করতে হবে এদের সামনে। রবিঠাকুর, নজরুল, জসীমউদ্দিন, জীবনানন্দ, শামসুর রহমান, আল মাহমুদ বাঙলা সাহিত্যের সব দিকপাল লেখকদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে প্রবাসের বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে। দেশকে ভালবাসার মন্ত্রভ্রূণ রোপিত করতে হবে তাঁদের হৃদয়ে।

অতএব এই প্রবাসে সাহিত্য সৃষ্টির বিষয়টি হেলাফেলার নয় কোনভাবেই। সমাজ ও স্বদেশের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেই আমাদের করতে হবে এই সৃষ্টিশীল কর্মটি।

আরেকটি বিষয় অবশ্যই উলেখ্য। বাংলা সাহিত্যের আছে নোবেল প্রাপ্তি, আছে বিশ্ব স্বীকৃতি। বর্তমানে বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্য উপনীত হয়েছে এক নান্দনিক স্তরে।

বর্তমানে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষা শিক্ষার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়, যা আমাদের জন্য সম্মানের বিষয়। জানামতে পাশ্চাত্যের যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত বাঙলা শেখানো হচ্ছে, তার মধ্যে বৃটেনের ঝপযড়ড়ষ ড়ভ ঙৎরবহঃধষ অভৎরপধহ ঝঃঁফরবং উহমষধহফ । এছাড়াও এলম হার্স্টের একটি রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে এ্যান্ডারসনের পরিচালনায় একটি পূর্ণাঙ্গ বাঙলা বিভাগ। আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের "দক্ষিন এশিয়া ভাষা ও সভ্যতা" বিভাগে এখন বাঙলায় পিএইচডি পর্যন্ত করানো হয়। এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা বিভাগ রয়েছে সেগুলি হচ্ছে– মিনসোটা বিশ্ববিদ্যালয় (মিনিয়াপোলিস), হাওয়াই (হনলুলু), কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (নিউইয়র্ক), ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বার্কেল), কানাডা বিশ্ববিদ্যালয়। জামার্নির বিভিন্ন সামার স্কুলগুলো ছাড়াও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দক্ষিন এশিয়া বিভাগ' নামে একটি আলাদা বাঙলা বিভাগ রয়েছে। ফ্রান্সের সোবর্ন বিশ্ববিদ্যালয়, চেকোস্লোভাকিয়ার চার্লর্স বিশ্ববিদ্যালয়, রাশিয়ার মস্কো ও লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষা শেখানোর বিভাগ রয়েছে। এছাড়াও প্রযুক্তিবিদ্যায় পৃথিবীখ্যাত জাপানের অন্তত দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষা বিভাগ রয়েছে, টোকিও ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়। চীনে গান্ধী ইনষ্টিটিউটে বাঙলা ভাষা চর্চার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও বাঙলা ভাষায় সম্প্রচারিত হচ্ছে বিশ্বের কয়েকটি দেশ থেকে নিয়মিত বেতার অনুষ্ঠান।

আরেকটি আনন্দ– খবর সিয়েরালিওন সরকার বাঙলা ভাষাকে সিয়েরালিওনের অন্যান্য অফিসিয়াল ভাষার মতো সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সিয়েরালিওনের প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আহমেদ তেজান কাব্বাহ ১২ই ডিসেম্বর ২০০২ সিয়েরালিওনে জাতিসংঘ সহায়তা কার্যক্রমে (ইউনামসিল) নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবহিনীর ইঞ্জিনিয়ার দল কর্তৃক পুনর্নির্মিত মাইল নাইট ওয়ান মাগবুরাকা নামে একটি সড়ক উদ্বোধনকালে এ স্বীকৃতি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি ওলুয়েসি আদেনজি ইউনামসিল ফোর্স কামান্ডার লে. জেনারেল ড্যানিয়েল ইসমায়েল ওপান্ডে এবং বাংলাদেশের সেক্টর কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ইকবাল করিম ভুঁইয়া সহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাঙলা ভাষার আরেকটি অর্জন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি। আজ মহান ভাষা দিবস শুধু বাঙলা ভাষাভাষী জনগণই নয়, পালন করে সমান শ্রদ্ধা ভরে বিশ্বের সকল দেশের জনগণ। ভাষার ইতিহাসে এ অর্জন দুর্লভই নয় দুষ্প্রাপ্যও বটে।

কাজেই সহজেই অনুমেয় বাঙলা ভাষা আজ আপন ভূক্তানের বাইরেও সমাদৃত, স্বীকৃত। ভিন্ন ভাষাভাষীরাও বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্য নিয়ে করছে চর্চা। কাজেই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারেও আমদের হতে হবে সচেতন। বাঙলা ভাষার আধুনিক

প্রমিত রূপটি ব্যবহারে যত্নবান হতে হবে আমাদের। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাঙলা ভাষার যে পরিশুদ্ধ রূপ ও বানানরীতি পেয়েছি তা ব্যবহারে আমাদের আন্তরিক হওয়া উচিত। আমরা যা করবো জেনে শুনেই করবো, এই বোধকে আরো শানিত করা একান্তই দরকার।

এই প্রবাসে আমরা যারা লেখালেখিতে জড়িত তাদের কেউই সাহত্যরথী নই। আমরা সাহিত্যসেবী। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই প্রবাসে বাঙলা সাহিত্য ভরে উঠুক ফল ও ফসলে। আমাদের পরিশ্রম খুঁজে পাক সার্থকতার সরোবর। সময়–ই বিশেষণ করবে আমাদের কার কি অবদান। ইতিহাস নিজের রূপ তৈরী করবে নিজেই।

E-mail:
mschanchal@gmail.com
mschanchal@hotmail.com